রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ৩১, ২০২২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ চৈত্র, ১৪২৮ মোতাবেক ৩১ মার্চ, ২০২২

নিম্নলিখিত বিলটি ১৭ চৈত্র, ১৪২৮ মোতাবেক ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :

বা. জা. স. বিল নং ০৯/২০২২

দেশের কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক উহা সংরক্ষণের নিমিত্ত বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিল

যেহেতু দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিল্প কারখানা স্থাপন, রাস্তা ঘাট নির্মাণ, অপরিকল্পিত আবাসন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের ফলে কৃষি জমি হ্রাস পাইতেছে; এবং

যেহেতু কৃষি জমির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার না করিয়া অপরিকল্পিত ব্যবহার অব্যাহত রাখিবার কারণে দেশের কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন ব্যাপকভাবে হ্রাস পাইতেছে; এবং

যেহেতু দেশের কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজনীয় ও সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন কৃষি জমি (যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ) আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ৮·০০

২। **সংজ্ঞা।**―বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই আইনে,―

(১) "কৃষি" অর্থ―

(ক) যে কোনো ধরনের শস্য উৎপাদন;

(খ) উদ্যানকর্ষণ (horticulture);

(গ) বনায়ন;

(ঘ) মৎস্য চাষ, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ;

(ঙ) পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ;

(চ) পোল্ট্রি ও পশুখাদ্য উৎপাদন;

(ছ) পশুপালন;

(জ) হাঁস-মুরগীর খামার পরিচালন;

(ঝ) দুগ্ধ খামার পরিচালন;

(ঞ) মৌমাছি পালন;

(ট) রেশম চাষ; এবং

(ঠ) অনুরূপ কোনো কৃষিভিত্তিক শিল্প।

(২) "কৃষি জমি" অর্থ এমন কোনো জমি যাহা বৎসরে একাধিকবার কৃষিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং কৃষকের বসতবাড়ীও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) "তদারক কমিটি" অর্থ ধারা ৫ এ গঠিত তদারক কমিটি।

(৪) "ভূমি জোনিং" অর্থ একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকাকে উহার ভূমির ব্যবহার, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বিদ্যমান গুণাগুণ বিশ্লেষণপূর্বক নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলে চিহ্নিতকরণ ও এতদসংক্রান্ত প্রস্তুতকৃত মানচিত্র।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**―আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। **কৃষি জমি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ**।—এই আইন কার্যকর হইবার পর হইতে দেশের সকল কৃষি জমি কৃষি কাজ ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাইবে না বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য ভাড়া, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত বসবাসের উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণ, কবরস্থান, শ্মশান, অন্যান্য ধর্মীয় সৎকারের স্থান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, জাতীয় স্বার্থে সরকারি মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য হইবে না।

৫। **তদারক কমিটি**।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি করিয়া তদারক কমিটি গঠন করিবে, যথা:—

(ক) সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা;

(গ) উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(ঙ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা;

(ছ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(জ) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা;

(ঝ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা;

(ঞ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা; এবং

(ট) সংশ্লিষ্ট উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান।

(২) সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা অথবা ভূমি কর্মকর্তা, তদারক কমিটির সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) উপজেলা তদারক কমিটি, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট ও অভিজ্ঞ যে কোনো ব্যক্তিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৪) সিটি করপোরেশন, সেনানিবাস ও পৌরসভা এলাকাতেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে তদারক কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং উহার সভা, কোরাম ও অন্যান্য বিষয় উপজেলা তদারক কমিটির ন্যায় হইবে।

৬। **তদারক কমিটির কার্যাবলি**।—(১) তদারক কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) কৃষি জমির সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বাস্তবসম্মত ও কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(খ) কৃষি জমির শ্রেণি পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে তদারকি করা;

(গ) সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহিত সমন্বয়পূর্বক ভূমি জোনিং কার্যক্রম তদারকি করা;

(ঘ) কৃষি জমি হ্রাসের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করা; এবং

(ঙ) এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত অন্যান্য নির্দেশনা প্রতিপালন করা।

(২) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান—

(ক) তাহার ইউনিয়নের কোনো এলাকায় এই আইনের ধারা ৪ এর বিধান লঙ্ঘনপূর্বক কোনো কর্মকাণ্ড করা হইতেছে কিনা তাহা তদারক করিবেন;

(খ) প্রত্যেক তিন মাস অন্তর অন্তর উক্ত তদারক সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট উপজেলা তদারক কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপজেলা তদারক কমিটি যদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্টের তথ্য মোতাবেক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, প্রকৃতপক্ষে এই আইনের ধারা ৪ এর বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তদারক কমিটির পক্ষে সভাপতি বা ক্ষেত্রমত, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট থানায় লঙ্ঘনের বিষয়টি অবহিত করিবেন।

(৪) উপধারা (৩) এর অধীন অবহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে উক্ত লঙ্ঘনমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) উপধারা (৪) এর অধীন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি যদি ধারা ৪ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে তদারক কমিটি আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

৭। তদারক কমিটির সভা।—(১) উপজেলা তদারক কমিটি ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপজেলা তদারক কমিটির সকল সভা ইহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক মাসে উপজেলা তদারক কমিটির অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতি, উপজেলা তদারক কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উপজেলা তদারক কমিটির কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) উপজেলা তদারক কমিটির সভায় অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৫) উপজেলা তদারক কমিটি, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না।

৮। অপরাধ ও দণ্ড।—(১) কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ৩(তিন) বৎসরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) ধারা ৪ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো কৃষি জমিতে যদি কোন শিল্প কারখানা স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, আবাসন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট তদারক কমিটি নোটিশ দ্বারা জমির মালিককে অথবা বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিত কৃষি জমিতে অননুমোদিত নির্মাণকার্য ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্তরূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।

(৩) এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া যদি কোনো নির্মাণকার্য সম্পাদিত বা অবকাঠামো তৈরী হইয়া থাকে সেই সকল অবকাঠামো আদালতের আদেশে সংশ্লিষ্ট তদারক কমিটি বরাবরে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।—এই আইনের অধীন কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা: এই ধারায়—

(ক) "কোম্পানি" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও সমিতি বা সংগঠনকেও বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, "পরিচালক" বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

১০। অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ, ইত্যাদি।—(১) তদারক কমিটির সভাপতি বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোনো আদালত এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

(২) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ আমলযোগ্য বা ধর্তব্য অপরাধ (Cognizable) হইবে।

১১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১২। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

অপরিকল্পিত আবাসন, শিল্প-কারখানা, রাস্তাসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের কারণে প্রতিদিন কমে যাচ্ছে প্রায় ২২০ হেক্টর কৃষি জমি। বর্তমানে দেশে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ ১৪ শতাংশ। অপরিকল্পিত ব্যবহার অব্যাহত থাকলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ২০৪১ সাল নাগাদ ৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। চাষের জমির এই ক্রমহ্রাসমান প্রক্রিয়াকে বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

২। জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্পের সূত্র থেকে জানা যায়, কৃষি জমির অপরিকল্পিত ব্যবহার অব্যাহত থাকলে এক পর্যায়ে মানুষের চাষের জমি বলতে কিছুই থাকবে না। তাতে সকলকে অনাকাঙ্খিত এক মহাবিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে। কৃষি জমি কমতে থাকায় একদিকে কৃষিপণ্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে। দেশ ও দেশের জনগণকে টিকিয়ে রাখতে হলে কৃষি জমি রক্ষার বিকল্প নেই।

৩। কৃষিজমির পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমছে। স্বাধীনতার পর চারযুগে কৃষিজমি হ্রাস পেয়ে অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে। গত চার যুগে রাস্তাঘাট, কলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাট-বাজারসহ নানা ধরনের স্থাপনা ও বাড়িঘর তৈরির কারণে কৃষিজমি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। কৃষিজমি হ্রাসের প্রবণতা না ঠেকাতে পারলে ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হবে। দেখা দেবে জাতীয় বিপর্যয়। এ বিপদ ঠেকাতে সরকার কৃষিজমি সংরক্ষণে নতুন নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষি জমির ওপর শুধু কৃষক ও কৃষিজীবীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় "কৃষি জমি (যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ) আইন, ২০২২" শীর্ষক বিলটি মহান সংসদে আনয়ন করা হয়েছে।

রওশন আরা মান্নান
ভারপ্রাপ্ত সদস্য
৩৪৭ মহিলা আসন-৪৭

কে, এম, আব্দুস সালাম
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd